রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, ডিসেম্বর ১৫, ২০২৩

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**

**প্রজ্ঞাপন**

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/ ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.২২.৩০৩—সিলেটে ১০ নম্বর কূপে ২,৫৭৬ মিটার গভীরতায় ৪টি স্তরে গ্যাস ও তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। নীচের স্তরে ২,৫৪০-২,৫৫০ মিটার গভীরে ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যায়, যার ফ্লোয়িং প্রেসার ৩,২৫০ পিএসআই এবং গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৪৩-১০০ বিলিয়ন ঘনফুট। ২,৪৬০-২,৪৭৫ মিটার গভীরে আরও একটি গ্যাস স্তর পাওয়া গেছে, যেখানে ২৫-৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যাবে মর্মে আশা করা যায়। এছাড়া, ২,২৯০-২,৩২০ মিটার গভীরে গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

০২। গত ০৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ১,৩৯৭-১,৪৪৫ মিটার গভীরতা সম্পন্ন একটি জোনে তেলের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। যার এপিআই গ্রাভিটি প্রাথমিকভাবে ২৯.৭ ডিগ্রি এবং উক্ত জোনে সেলফ প্রেসারে প্রতি ঘন্টায় ৩৫ ব্যারেল তেল পাওয়া গেছে। সমীক্ষা শেষে পুনর্মূল্যায়ন করা হলে ২০০-৩০০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যাবে, যার মূল্য প্রায় ১৭,০০০ কোটি টাকা। প্রাথমিকভাবে তেলের মজুদ প্রায় ৮-১০ মিলিয়ন ব্যারেল যার মূল্য ৫৬ টাকা/লিটার হিসেবে প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা।

০৩। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে সিলেটে ১০ নম্বর কূপে বিপুল পরিমাণে তেল ও গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছে। এ সাফল্যে অবদান রাখার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/ ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

০৪। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব


**মূল্য :** টাকা ৪.০০

## মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা: ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ১১ ডিসেম্বর ২০২৩

সিলেটে ১০ নম্বর কূপে ২,৫৭৬ মিটার গভীরতায় ৪টি স্তরে গ্যাস ও তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। নীচের স্তরে ২,৫৪০-২,৫৫০ মিটার গভীরে ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যায়, যার ফ্লোয়িং প্রেসার ৩,২৫০ পিএসআই এবং গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৪৩-১০০ বিলিয়ন ঘনফুট। ২,৪৬০-২,৪৭৫ মিটার গভীরে আরও একটি গ্যাস স্তর পাওয়া গেছে, যেখানে ২৫-৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যাবে মর্মে আশা করা যায়। এছাড়া, ২,২৯০-২,৩২০ মিটার গভীরে গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

গত ০৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ১,৩৯৭-১,৪৪৫ মিটার গভীরতা সম্পন্ন একটি জোনে তেলের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। যার এপিআই গ্রাভিটি প্রাথমিকভাবে ২৯.৭ ডিগ্রি এবং উক্ত জোনে সেলফ প্রেসারে প্রতি ঘন্টায় ৩৫ ব্যারেল তেল পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সমীক্ষা সম্পন্ন হলে তেলের মজুদের পরিমাণ জানা যাবে। ২,৫৪০ এবং ২,৪৬০ মিটার গভীরতায় একযোগে উৎপাদনে গেলে প্রায় ৮ হতে ১০ বছর তেল উত্তোলন করা যাবে, যার গড় ভারিত মূল্য প্রায় ৮,৫০০ কোটি টাকা। যদি ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদন করা যায় তবে, আগামী ১৫ বছরের অধিক কাল তেল উত্তোলন করা সম্ভব হবে। সমীক্ষা শেষে পুনর্মূল্যায়ন করা হলে ২০০-৩০০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যাবে, যার মূল্য প্রায় ১৭,০০০ কোটি টাকা। প্রাথমিকভাবে তেলের মজুদ প্রায় ৮-১০ মিলিয়ন ব্যারেল যার মূল্য ৫৬ টাকা/লিটার হিসেবে প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে সিলেটে ১০ নম্বর কূপে বিপুল পরিমাণে তেল ও গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়ায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছে। মন্ত্রিসভা এ সাফল্যে অবদান রাখার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd